একাদশ ইমাম

দশম ইমামের পুত্র হযরত হাসান বিন আলী আল্ আস্কারী (আ.) হলেন একাদশ ইমাম। তিনি হিজরী ২৩২ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। শীয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীস অনুসারে হিজরী ২৬০ সনে আব্বাসীয় খলিফা মু'তামিদের দ্বারা বিষ প্রয়োগে তিনি শাহাদত বরণ করেন।[১]

পিতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহ্র নির্দেশে এবং পূর্ববর্তী ইমামদের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি ইমামতের পদ লাভ করেন। তাঁর ইমামতের মেয়াদকাল ছিল মাত্র সাত বছর। ইমাম আসকারী (আ.)-এর যুগে আব্বাসীয় খলিফার সীমাহীন নির্যাতনের কারণে অত্যন্ত কঠিন তাক্বীয়া নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। তিনি হাতে গোনা বিশিষ্ট ক'জন শীয়া ব্যতীত অন্য সকল সাধারণ শীয়াদের সাথে গণসংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হন। এরপরও তাঁর ইমামত কালের অধিকাংশ সময় জেলে বন্দী অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়।[২] রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরোপিত ঐ প্রচন্ড রাজনৈতিক চাপের মূল কারণ ছিল এই যে,

প্রথমত ঃ সে সময় চারিদিকে শীয়াদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে ছিল। শীয়ারা যে ইমামতে বিশ্বাসী এবং কে তাদের ইমাম, এটা তখন সবাই ভাল করেই জানত। এ কারণেই খেলাফতের পক্ষ থেকে ইমামদেরকে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকতর কড়া নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আর এসকল রহস্যময় পরিকল্পনার মাধ্যমে ইমামদেরকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তারা চালাত।

দ্বিতীয়ত ঃ খেলাফত প্রশাসন এটা জানতে পেরেছিল যে, ইমামের অনুসারী বিশিষ্ট শীয়ারা ইমামের এক বিশেষ সন্তানের আগমনে বিশ্বাসী এবং তাঁর জন্যে প্রতীক্ষারত। এছাড়াও স্বয়ং একাদশ ইমাম এবং তাঁর পূর্ববর্তী ইমামগণের (আ.) বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী একাদশ ইমামের আসন্ন পুত্র সন্তানই সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) যাঁর আগমনের সুসংবাদ স্বয়ং মহানবী (সা.)-ই দিয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর ঐ সকল হাদীস শীয়া এবং সুন্নী উভয় সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে[৩]। আর ঐ নবজাতকই হলেন ইমাম মাহদী (আ.) বা দ্বাদশ ইমাম। এ সকল কারণেই একাদশ

---

[১]। 'কিতাবুল ইরশাদ' (শেইখ মুফিদ) ৩১৫ নং পৃষ্ঠা। 'দালাইলুল ইমামাহ্' ২২৩ নং পৃষ্ঠা। 'ফুসুলুল মুহিম্মাহ্' ২৬৬ থেকে ২৭২ নং পৃষ্ঠা। 'মানাকিবু ইবনে শাহরে আশুব' ৪র্থ খন্ড ৪২২ নং পৃষ্ঠা। 'উসুলে ক্বাফী' ১ম খন্ড, ৫০৩ নং পৃষ্ঠা। 'তায্কিরাতুল খাওয়াস্' ৩৬২ নং পৃষ্ঠা।

[২]। 'কিতাবুল ইরশাদ' (শেইখ মুফিদ) ৩২৪ নং পৃষ্ঠা। 'উসুলে ক্বাফী' ১ম খন্ড, ৫১২ নং পৃষ্ঠা। 'মানাকিবু ইবনে শাহরে আশুব' ৪র্থ খন্ড ৪২৯ ও ৪৩০ নং পৃষ্ঠা।

[৩]। 'সহীহ্ তিরমিযি' ৯ম খন্ড, হযরত মাহদী (আ.) অধ্যায়। 'সহীহ্ ইবনে মাযা' ২য় খন্ড, মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব অধ্যায়। 'কিতাবুল বায়ান ফি আখবারি সাহেবুজ্জামান' -মুহাম্মদ ইউসুফ শাফেয়ী। 'নুরুল আবসার'- শাবলাঞ্জি। 'মিশকাতুল মিসবাহ্' -মুহাম্মদ বিন আব্দুলাহ্ খাতিব। 'আস্ সাওয়াইক আল মুহ্রিকাহ্' -ইবনে হাজার। 'আস্আফুর রাগিবিন' -মুহাম্মদ আস সাবান। ('কিতাবুল গাইবাহ্' -মুহামাদ বিন ইব্রাহীম নোমানী। 'কামালুদ দ্বীন'-শেইখ সাদুক। 'ইসবাতুল হুদাহ্' -মুহাম্মদ বিন হাসান হুর আল্ আমেলী। 'বিহারুল আনোয়ার' -আলামা মাজলিসি ৫১ ও ৫২ নং খন্ড দ্রষ্টব্য।)

ইমামকে খেলাফতের পক্ষ থেকে পূর্ববর্তী যে কোন ইমামের তুলনায়ই অধিকতর কড়া নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়। তৎকালীন আব্বাসীয় খলিফা এ ব্যাপারে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, যে কোন মূল্যেই হোক না কেন, ইমামতের এই বিষয়টিকে চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন করতে হবেই। ইমামতের এই দরজাকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে। এ কারণেই যখন আব্বাসীয় খলিফা মু'তামিদ ইমামের অসুস্থাবস্থার সংবাদ পেল, সাথে সাথেই সে ইমামের কাছে একজন ডাক্তার পাঠায়। ঐ ডাক্তারের সাথে খলিফার বেশ ক'জন বিশ্বস্ত অনুচরসহ ক'জন বিচারককেও ইমামের বাড়ীতে পাঠানো হয়। এ জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে তারা ইমামের বাড়ীর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ও তা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়। আর এটাই ছিল খলিফা মু'তামিদের মূল উদ্দেশ্য। ইমামের শাহাদত বরণের পরও তাঁর সমস্ত বাড়ী ঘরে তল্লাশী চালানো হয়। এমনকি ধাত্রীদের দিয়ে ইমামের বাড়ীর মহিলা ও তাঁর দাসীদেরকেও দৈহিক পরীক্ষা করানো হয়। ইমামের শাহাদত বরণের পর প্রায় দু'বছর পর্যন্ত খলিফার নির্দেশে ইমামের সন্তানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার জন্যে সর্বত্র ব্যাপক তল্লাশী অব্যাহত থাকে। দীর্ঘ দু'বছর পর খলিফা ঐ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে।[৪] শাহাদত বরণের পর 'সামেরা' শহরে নিজ গৃহে পিতার (দশম ইমাম) শিয়রে ইমাম আসকারীকে (আ.) দাফন করা হয়। পবিত্র আহলে বাইতের ইমামগণ তাঁদের জীবদ্দশায় অসংখ্য খ্যাতনামা আলেম ও হাদীস বিশারদ তৈরী করেছিলেন। যাদের সংখ্যা শতাধিক। এই বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশাঙ্কায় ঐসব (ইমামদের শিষ্যবর্গ) বিশ্ববরেণ্য আলেমদের নাম ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত বিবারণ উল্লেখে বিরত থেকেছি।[৫]

[৪] । 'উসুলে ক্বাফী' ১ম খন্ড, ৫০৫ নং পৃষ্ঠা। 'কিতাবুল ইরশাদ' (শেইখ মুফিদ) ৩১৯ নং পৃষ্ঠা।

[৫] । রিজালে কাশী, রিজালে তুসী, ফেহরেস্ত-এ তুসী ও অন্যান্য রিজাল গ্রন্থ সমূহ।